দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 JUL 1986
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত

বাগেরহাট, ১৫ই জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা) ।—বাগেরহাট উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নানা সমস্যায় ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। অধিকাংশ সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্রের অভাব, শিক্ষক সংকট, এবং বেঞ্চের অভাব রয়েছে এছাড়া ঘরের ছাউনি মেরামত না করায় বর্ষা মৌসুমে ছাত্রাছাত্রীরা বর্ষায় ভিজে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে।

বাগেরহাট সদর উপজেলায় রয়েছে ৯৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৫টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এবং ৩৪টি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এছাড়া রয়েছে ২টি সরকারী বিদ্যালয়, ২টি সরকারী কলেজ সহ ১টি বেসরকারী কলেজ। এসব সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা সমস্যায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

বাগেরহাট জেলা সদরের বেসরকারী বালিকা বিদ্যালয়, জাহানাবাদ উচচ বালিকা বিদ্যালয় এবং দশানী আদর্শ উচচ বালিকা বিদ্যালয়ে নানা সমস্যা রয়েছে। অর্থাভাবে জাহানাবাদ উচচ বালিকা বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে না। ক্লাসের জন্য নতুন ভবনের প্রয়োজন থাকা সত্তেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। দশানী আদর্শ উচচ বালিকা বিদ্যালয়ের সীমানা দেয়াল নির্মাণ না করায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গো-ছাগল বিচরণ করে। এ বিদ্যালয়টির আসবাবপত্র, বেঞ্চ বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি না থাকায় ছাত্রীদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। একই সাথে জেলার একমাত্র সরকারী উচচ বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষগুলো দীর্ঘদিন মেরামত ও সংস্কার না করায় ভবনের প্লাষ্টার খসে পড়ছে এবং মেঝেতে ফাটল দেখা দিয়েছে। বর্ষা মৌসুমে ছাদ হতে পানি পড়ছে।

অপরদিকে জেলা সদরের অধিকাংশ সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো অর্থাভাবে সংস্কার কিংবা মেরামত করা সম্ভব হয়নি। অনেক সরকারী বিদ্যালয়ের বেড়া নেই, ছাউনি নেই।

(৬৯-এর পাতায় দেখুন)

লেখাপড়া বিঘ্নিত

(১০-এর পাতার পর)

কোনরকম জোড়া-তালি দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বর্ষা মৌসুমে শিক্ষকরা ক্লাস নিচ্ছেন। ষাটগম্বুজ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির ছাদ ধসে পড়ে যাওয়ায় ত্রিপল টানিয়ে ক্লাস নেয়া হচ্ছে ; মুন্সিগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালকাঠি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাগেরবাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় শিক্ষক এবং চেয়ার-বেঞ্চের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের লেখা-পড়া ব্যাহত হচ্ছে। এসব বিদ্যালয়ের জন্য নলকূপ এবং শৌচাগার পর্যন্ত নেই।

দীর্ঘদিন পুলটি মেরামত করা হয়নি

বাগেরহাট পৌরসভার হাড়িখালী কাঠের পুলটি দীর্ঘদিন মেরামত ও সংস্কার না করায় যানবাহন পারাপার এবং জনসাধারণের চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গোপালকাঠি ও মাঝিডাঙ্গাসহ পার্শ্ববর্তী পাঁচটি গ্রামের লোকজনকে এই পুলটি পার হয়ে শহরে আসতে হয়।